খাদ্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ উদ্যোগের ফলে উল্লিখিত সময়ে বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ এবং বাজার মূল্য স্থিতিশীল ছিল। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে বিগত তিন অর্থ বছরে মোট ৪৮৯৯.৬০০ মে: টন খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে অভ্যন্তরীণভাবে ধান ২৩৪৫.০০০ মে: টন, চাল ২৫০৬.৬০০ মে: টন এবং গম ৪৮.০০০ মে: টন সংগ্রহ করা হয়েছে। কৃষকদের অধিক হারে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে বিগত ৩ অর্থ বছরে ২৩৪৫.০০০ মে. টন ধান সরাসরি কৃষকের নিকট হতে ক্রয় করে কৃষকের ব্যাংক একাউন্টে ধানের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে। কৃষকদের প্রণোদনা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরাসরি ধান সংগ্রহ কার্যক্রম বর্তমানেও অব্যাহত আছে। এছাড়াও অত্র উপজেলায় “কৃষকের অ্যাপ” বাস্তবায়িত হয়েছে। হতদরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অগ্রাধিকারমূলক খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে উপজেলার প্রায় ৯,৪০১ টি পরিবারকে বছরের ৫ মাস প্রতি কেজি চাল মাত্র ১৫ টাকা দরে ৩০ কেজি করে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে। । এ সময়ে সরকারি বিভিন্ন চ্যানেলে খাদ্যশস্য বিক্রয়/বিতরণ করা হয়েছে মোট ১৩০৬৩.৫৩৪ মে: টন। তন্মধ্যে শুধুমাত্র খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হয়েছে মোট ৪১৩০.৪৫০ মে. টন । বর্তমানে কোটালীপাড়া খাদ্য গুদামের কার্যকর ধারণক্ষমতা দুই হাজার পাচঁশত মে. টন । খাদ্য ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বাড়াতে আলোচ্য সময়ে নতুন আবাসিক/অনাবাসিক অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণসহ পুরাতন আবাসিক/অনাবাসিক ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহ মেরামত করা হয়েছে।